দৈনিক ইনকিলাব 35

তারিখ 25 AUG 1997
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

ভিসি'র অপসারণ দাবীতে তুমুল আন্দোলন

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে সৃষ্ট অচলাবস্থা আজো দূর হয়নি

শামীনুর রহমান শামীম ঃ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভাইস-চ্যান্সেলরের অপসারণের দাবীতে ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীদের আন্দোলনের ফলে প্রায় ২ মাস যাবত বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা বিরাজ করছে। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও সমস্যার নিরসন না হওয়ায় রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর পাশাপাশি সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা অনশন, আত্মাহুতি এবং আমরণ অনশন প্রভৃতি কর্মসূচী গ্রহণ করায় বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল ও ভয়াবহ হয়ে উঠছে। ২ মাস যাবত অচলাবস্থা অব্যাহত থাকায় এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী সবার জীবন মারাত্মক দুর্বিষহ হয়ে ওঠেছে। এডহক ভিত্তিতে নিয়োগকৃতদের চাকুরীর মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার ইতোমধ্যে ১শ' শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীর চাকরিচ্যুতি ঘটেছে। বিগত ২ মাস যাবত বেতন-ভাতা না পাওয়ায় শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পরিবার মানবেতর জীবন যাপন করছে।

বর্তমান পরিস্থিতি নিরসনের দাবীতে বিভিন্ন সংগঠন বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর ও প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবী করলেও বর্তমান সরকার আজ পর্যন্ত কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। সরকারের পদক্ষেপহীনতার কারণে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাড়ে ৫ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষাজীবন আজ ধ্বংসের মুখে। এমনিতেই এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩ বছর সেশনজট বিরাজ করছে। তারপর অচলাবস্থা অব্যাহত থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়টি সেশনজটের করাল গ্রাসে নিপতিত হবে এই আশংকায় ছাত্র-ছাত্রীরা দিন কাটাচ্ছে। শত শত ছাত্র-ছাত্রী আবাসিক হল ত্যাগ করে চরম ক্ষোভে-দুঃখে বাড়ী চলে গিয়েছে। ছাত্রীদের খালেদা জিয়া হলটি এখন তালাবদ্ধ অবস্থায় রয়েছে। জিয়া এবং সাদ্দাম হলে অবস্থানরত ছাত্ররাও মানবেতর জীবন যাপন করছে। উভয় হলের ডাইনিং বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবনে এবং আবাসিক হলের বিভিন্ন রুমে এখন পাখীরা বাসা বেঁধেছে। দীর্ঘদিন যাবত এসব স্থানে ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীদের আনাগোনা না থাকায় এমন হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী সবার মুখে এখন একই প্রশ্ন কবে খুলবে ক্যাম্পাস(?) কবে শুরু হবে সার্বিক কার্যক্রম(?)

বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর মোঃ ইনাম-উল হকের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ও একাডেমিক দুর্নীতি, অনিয়ম অর্থ আত্মসাত, দলীয়করণ, ক্ষমতার অপব্যাহারের অভিযোগ এনে তাঁর অপসারণের দাবীতে ছাত্রলীগ (শা-পা) গত ২৬ জুন ভিসি অফিসে তালা ঝুলিয়ে দেয়। বর্তমান ভিসির বিরুদ্ধে বিভিন্ন দুর্নীতিসহ বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার অদক্ষতা ও অযোগ্যতার অভিযোগ এনে ইঃ বিঃ শিক্ষক সমিতিও অবিরাম কর্মবিরতির ডাক দেয়। সেই থেকে ছাত্রলীগ (শা-পা), শিক্ষক সমিতি কর্মচারী সমিতি, জাতীয় ছাত্র সমাজ, ছাত্রমৈত্রী, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ও ইসলামী ছাত্র শিবির বর্তমান ভিসির অপসারণের দাবীসহ তীব্র আন্দোলন করে আসছে। ভিসি বিরোধী আন্দোলন তুঙ্গে থাকায় বিগত ২ মাস যাবত ভিসি ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে পারেননি। হয়নি কোন ক্লাস বা পরীক্ষা। বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক, প্রশাসনিক ও লাইব্রেরী ভবনসহ মেইন গেটে তালা ঝুলছে গত ২৬ জুন থেকে। শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত উন্নয়নও ব্যাহত হচ্ছে মারাত্মকভাবে। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের টেন্ডার আহবান করলেও কর্তৃপক্ষ দরপত্রগুলো পরীক্ষা করতে পারেননি আজ পর্যন্ত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কর্মচারীদের বিভিন্ন সংগঠন মূলত বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগ এনে বর্তমান ভিসির অপাসারণের আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষক সমিতি, ছাত্র শিবির এবং ছাত্রলীগ পৃথক পৃথক সাংবাদিক সম্মেলনে বর্তমান ভিসির দুর্নীতির খতিয়ান উপস্থাপন করেছে। অভিযোগের মধ্যে রয়েছে অবৈধভাবে অর্থের বিনিময়ে শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ ও পদোন্নতি, বর্তমান ভিসির ৩টি আধুনিক গাড়ী ব্যবহার, গাড়ী থাকা সত্ত্বেও বিমানে ভ্রমণ করে অতিরিক্ত টিএ-ডিএ গ্রহণ, কুষ্টিয়ায় ভার্সিটি রেস্ট হাউজে আবস্থান করলেও নিয়ম বহির্ভূতভাবে চট্টগ্রামের জন্যে মাসিক ১৫ হাজার টাকা বাড়ী ভাড়া গ্রহণ, উন্নয়মূলক কাজের ঠিকাদারদের নিকট অবৈধভাবে লাখ লাখ টাকা গ্রহণ প্রভৃতি। দুর্নীতির এসব অভিযোগ সম্পর্কে জানতে চেয়ে টেলিফোনে যোগাযোগ করলে ভিসি প্রফেসর মোঃ ইনাম-উল হক অভিযোগ অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, বাড়ী ভাড়ার বিষয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে জানান হয়েছে এবং ১টি গাড়ী সিন্ডিকেট সদস্যদের ব্যবহারের জন্যে দেয়া হয়েছে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, নিয়োগ ও পদোন্নতি সংক্রান্ত বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের আপত্তির বিষয়ে লিখিতভাবে জানান হয়েছে। তিনি বলেন, আমিও চাই বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় দুর্নীতির সুষ্ঠু তদন্ত হোক।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন দুর্নীতি, অনিয়ম তদন্তের জন্যে ইঃ বিঃ শিক্ষক সমিতি, ছাত্রলীগ, দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি, ছাত্র শিবির এবং বিশ্ববিদ্যালয় উন্নয়ন পরিষদসহ বিভিন্ন সংগঠন বিচার বিভাগীয় কমিটি গঠনের দাবী জানিয়েছে। এসব সংগঠন বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন সৎ, যোগ্য ও নিরপেক্ষ শিক্ষাবিদকে ভিসি হিসেবে নিয়োগ দিয়ে অবিলম্বে সার্বিক কার্যক্রম শুরু করার জন্যে বর্তমান সরকারের প্রতি আহবান জানিয়েছে।